ভূ-গর্ভস্থ পানির খরচ হিসাব পলিসি ও পদ্ধতি

Underground water Consumption Policy & Procedure

----------লিমিটেড একটি ১০০% রপ্তানীমুখী তৈরী শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান তার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার চলমান উন্নয়ন বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় ও বিশেষায়িত সকল পরিবেশ আইন ও নীতিমালাই আমাদের পথ প্রদর্শক। আমরা বিশ্বাস করি পরিবেশ রক্ষায় আমাদের এই প্রচেষ্টা আমাদের ক্রেতা, বিনিয়োগকারী ও কর্ম-কৌশলীদের জন্য সহায়ক হবে।

প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত স্থিতিমাপ (Environmental Paramiter) বাংলাদেশ পরিবেশ আইন ও কোম্পানীর নিজস্ব পরিবেশগত নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক নিয়ন্ত্রনে আছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষনের জন্য নিম্নরূপ কিছু বিশেষায়িত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমিত ব্যবহার পর্যবেক্ষন নীতিমালা ঃ

১. একজন পরিবেশ কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন যিনি ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষন করবেন।

২. কারখানার প্রত্যেক ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন স্থানে মিটার স্থাপন করতে হবে এবং ভূ-গর্ভস্থ হতে উত্তোলিত পানির হিসাব রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩. দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত পানির জন্য আলাদা লাইন স্থাপন করতে হবে।

৪. উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত পানি মিটারের মাধ্যমে হিসাব করতে হবে।

৫. কেমিকেল মিশ্রিত সকল পানি একস্থানে ধরে রাখতে হবে ।

৬. নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর পানি পরীক্ষা করতে হবে এবং তা রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৭. প্রতি তিন মাস পর পর পরিবেশ সংরক্ষন আইন মোতাবেক বর্জ্য পানি পরীক্ষা করতে হবে। সরকারী কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় বর্জ্য পানি পরীক্ষা করতে পারবে।

৮. পানির অপচয় না করার জন্য কারখাার শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. পানির যাতে সঠিক ব্যবহার হয় এবং অপচয় যাতে না হয় সেদিকে কমপ্লায়েন্স সেকশন কর্তৃক সর্বদা পর্যবেক্ষন করতে হবে।

১০. পানির অপচয় যাতে না হয় সেজন্য প্রতিদিন কারখানা ছুটির পূর্বে টয়লেট বা যেখানে পানির লাইন/ ট্যাপ রয়েছে তা বন্ধ হয়েছে কি না তা কারখানার নিয়োজিত ক্লিনার ও সিকিউরিটি দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে।

কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, উক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার পরিমিতকরণ পলিসি ও পদ্ধতি পানির ব্যবহার হ্রাসকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে।